দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ২ ...

—ইত্তেফাক

উখিয়া (কক্সবাজার) : হিমছড়ি খালের কাঠের সেতু দিয়ে এভাবেই পার হয় স্থানীয়রা

থিমছড়ি খালের কাঠের সেতু বিপজ্জনক স্কুলে যেতে পারে না শিক্ষার্থীরা!

■ উখিয়া (কক্সবাজার) সংবাদদাতা

উপজেলার রত্নাপালংয়ের তুলাতলী গ্রামসহ বৃহত্তর পূর্বাঞ্চলীয় জনপদের সাথে উখিয়া ও কক্সবাজার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম থিমছড়ি খালের উপর নির্মিত কাঠের সেতুটি বর্তমানে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বর্ষাকালে খালের পানি সেতুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে প্রায় তিন মাস স্কুলে যাওয়া-আসা বন্ধ থাকে।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, খালের ওপাড়ে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণ করতে না পারায় এখানকার জনজীবনে নেমে আসে অসহনীয় দুর্ভোগ। নির্বাচন আসলে প্রার্থীরা থিমছড়ি খালের উপর একটি ব্রিজ নির্মাণ করে দেওয়ার আশ্বাস দিলেও নির্বাচনের পর ওসব প্রার্থীদের আর দেখা মেলে না।

সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তুলাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তুলাতলী গ্রামে যেসব শিক্ষার্থী বসবাস করছে তারা বর্ষার সময় স্কুলে আসা-যাওয়া করতে পারে না। কারণ পাহাড়ি ঢলের পানিতে অস্থায়ীভাবে নির্মিত কাঠের সেতুটি পানির নিচে তলিয়ে যায়।

৫ম শ্রেণির ছাত্রী আঁখি মণি জানান, এ সেতুটির কারণে তুলাতলী গ্রামের অনেক শিক্ষার্থীর জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহমান এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, বর্ষার সময় স্কুলে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পায়।

সে জানায়, অধিকাংশ শিক্ষার্থী তুলাতলী গ্রামসহ আশপাশে পূর্বাঞ্চলীয় জনপদের বাসিন্দা। তাদের সবাই এ ব্রিজ পারাপার হয়ে স্কুলে আসা-যাওয়া করে। গত বর্ষা মৌসুমে কাঠের সেতুর অধিকাংশ কাঠ পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় গ্রামবাসীকে হাঁটুপানি পার হয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আহসান উল্লাহ জানান, ওই ব্রিজটি পুনঃনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাক্কলন তৈরি করে অনুমোদনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। বরাদ্দ আসলে ব্রিজটির নির্মাণ কাজ শুরু হবে।